Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 87
July-September, 2026
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-05-13
Published : 2026-11-02
DOI: 10.58666/iab.v22i87.350

Digital Privacy and Defamation Protection: A Shariah Evaluation of the Cyber Security Act 2026

Kamruzzaman*
Ahmed Reza**

Abstract

In this dynamic era of technological advancement, the advent of Generative Artificial Intelligence and the subsequent proliferation of deepfakes have triggered a profound crisis of digital trustworthiness by fundamentally threatening human dignity and the right to privacy. Legal measures aimed at curbing cybercrime in Bangladesh have long been perceived as instruments for suppressing political dissent. Although the newly introduced Cyber Security Act 2026 attempts to amend these previous harsh measures, this research paper highlights its lack of a robust ethical foundation or explicit definitions necessary to safeguard freedom of speech while effectively addressing the very real threats posed by AI-driven defamation. Employing a qualitative and normative legal research methodology, this study conducts a comparative analysis between the provisions of the Cyber Security Act 2026 and Islamic jurisprudence (Fiqh). The research contends that conventional legal frameworks are inadequate for meeting the challenges of the AI era, thereby proposing the integration of Islamic legal principles. By codifying digital defamation, the state can establish precise and objective boundaries for cyber offenses. Furthermore, the application of discretionary punishments (Tazir) can redirect legal focus toward restorative justice aimed at recovering the honor and dignity of victims of synthetic media. Ultimately, this Shariah-based framework can supply the evidentiary standards required to severely punish malicious deepfake creators while simultaneously ensuring the active protection of legitimate Nasiha (sincere counsel) or constructive political criticism, and freedom of expression within the digital public sphere.

Keywords: Deepfake, Digital Defamation, The Cyber Security Act 2026, Islamic Shariah, *Hifz al-Ird* (Preservation of Honor), Freedom of Expression.

* Assistant Professor (Islamic Studies), School of Social Sciences, Humanities and Languages, Bangladesh Open University, Gazipur, Bangladesh. Email: withkzaman@gmail.com, ORCID: 0009-0006-2233-8186

** Assistant Professor (Islamic Studies), School of Social Sciences, Humanities and Languages, Bangladesh Open University, Gazipur, Bangladesh. Email: ahmedreza.du@gmail.com, ORCID: 0009-0001-8839-0204

ডিজিটাল গোপনীয়তা ও মানহানি সুরক্ষা : সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর শরয়ী মূল্যায়ন

সারসংক্ষেপ

প্রযুক্তির উৎকর্ষের গতিময় এই সময়ে জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আবির্ভাব এবং পরবর্তীতে ডিপফেক-এর ব্যাপক বিস্তার ডিজিটাল নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে, কেননা এগুলো মৌলিকভাবে মানবিক মর্যাদা এবং গোপনীয়তার অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য আইনি পদক্ষেপগুলো বহুদিন যাবৎ রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নবপ্রবর্তিত সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এ পূর্ববর্তী কঠোর ব্যবস্থাগুলো সংশোধনের চেষ্টা করলেও, এই গবেষণাপত্রটিতে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, বাকস্বাধীনতা রক্ষা করার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত মানহানি বিষয়ক অত্যন্ত বাস্তব হুমকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি বা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। একটি গুণগত ও নীতিগত আইনি গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এই অধ্যয়নটিতে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর বিধানের সাথে ইসলামি নির্দেশনার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এআই যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত আইনি কাঠামো অপর্যাপ্ত; ফলে ইসলামি আইনের বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিজিটাল মানহানিকে বিধিবদ্ধ করে রাষ্ট্র সাইবার অপরাধের সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তদুপরি, তাযীর বিবেচনামূলক শাস্তি-এর প্রয়োগ আইনি মনোযোগকে সিনথেটিক মিডিয়ার শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের জন্য মান-সম্মান পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায় বিচারের দিকে ধাবিত করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, এই শরিয়াভিত্তিক কাঠামোটি ক্ষতিকর ডিপফেক নির্মাতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ্য মানদণ্ড প্রদান করতে পারে এবং একই সাথে, এটি ডিজিটাল জনপরিসরে গঠনমূলক রাজনৈতিক সমালোচনা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মূলশব্দ: ডিপফেক, ডিজিটাল মানহানি, সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬, ইসলামি শরীয়া, হিফজ আল-ইরদ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

১. ভূমিকা

ডিজিটাল জগতে জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Generative AI)-এর আবির্ভাব ডিজিটাল কন্টেন্ট এর উপর নির্ভরযোগ্যতা এবং মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের অগ্রভাগে রয়েছে ডিপফেক (Deepfake)-এর প্রসার, যা মূলত অতিবাস্তব বা হুবহু বাস্তবের মতো সিনথেটিক মিডিয়া (Synthetic media), যেখানে অডিও এবং ভিডিও পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ড ও কথাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে জাল বা নকল করা হয়।ডিপফেক বাস্তব ও নকলের মধ্যকার দৃশ্যগত পার্থক্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর জনগণের আস্থা এমন এক পর্যায়ে নেমে

এসেছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি।রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনলাইন প্রতারণা ঘটানোর পাশাপাশি, সিনথেটিকমিডিয়া কোনো ব্যক্তির সুনাম তাৎক্ষণিকভাবে ও মারাত্মকভাবে ধ্বংস করার অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ডিজিটাল মানহানি, যা কিনা আগে টেক্সটভিত্তিক ছিল তা এখন অত্যন্ত জঘন্য আক্রমণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান নতুন প্রযুক্তি একটি বড় আইনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে আর তা হচ্ছে: মানুষের গোপনীয়তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি, সরকার কীভাবে মানুষের সুনাম ক্ষুণ্নকারী অতিবাস্তব ভুয়া মিডিয়াকে কঠোরভাবে দমন করতে পারে? বাংলাদেশে সাইবার স্পেস সংক্রান্ত আইনি পদক্ষেপগুলো ঐতিহাসিকভাবে এই ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ধারাবাহিক আইনসমূহ, বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং প্রায়শই সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের নামে রাজনৈতিক ভিন্নমত ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা দমনে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনেক গবেষণায় উঠে এসেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ বাতিল হয়ে সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স ২০২৫ পাশ করা হয়েছিল, পরবর্তী সরকার ২০২৫ সালের অধ্যাদেশটি রহিত করে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল কঠোর ব্যবস্থাগুলোর সংস্কার করা, কিন্তু এটিও অস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন এবং দুর্বল প্রয়োগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় ভুগছে। বিশেষত, এআই (AI)[১] সৃষ্ট মানহানির ক্ষতিগুলো নিরসনে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এ প্রয়োজনীয় নৈতিক নির্ভুলতা এবং প্রযুক্তিগত দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। এর ফলে নাগরিকরা মানহানির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকছে।

এই দীর্ঘস্থায়ী আইনি জটিলতা নিরসনের লক্ষে এই গবেষণাপত্রটি দাবি করে যে, এআই (AI) যুগের নৈতিক ও প্রযুক্তিগত জটিলতাগুলো মোকাবিলায় নিছক প্রচলিত সংবিধিবদ্ধ কাঠামো (Conventional statutory frameworks) যথেষ্ট নয়। এর পরিবর্তে, এই গবেষণায় একটি ব্যাপক নৈতিক ও আইনি ভিত্তি হিসেবে ইসলামি শরিয়ার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। শরীয়াসম্মত এই পদ্ধতি ক্ষতিকারক ডিপফেক নির্মাতাদের দণ্ড প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর প্রামাণিক মানদণ্ড প্রদান করে এবং একই সাথে বৈধ নাসিহা (نَصِيحَةٌ) বা গঠনমূলক রাজনৈতিক সমালোচনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখে।

২. কার্যকরি সংজ্ঞায়ন (Operational Definition)

জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Generative AI): জেনারেটিভ এআই (Generative AI) বলতে এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক প্রযুক্তিকে বোঝায় যা

[1]. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অনুকরণ করে ডিজিটাল সিস্টেম বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে জটিল তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন, মৌলিক বিষয়বস্তু তৈরি করতে সক্ষম। এটি টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও, কোড বা অন্যান্য মিডিয়া উৎপাদন করতে পারে। জেনারেটিভ এআই অনেক বড় ডেটাসেট (লেখা, ছবি ইত্যাদি) থেকে শেখে। তারপর সেই শেখা প্যাটার্ন ব্যবহার করে নতুন কিছু তৈরি করে, যা মানুষের সৃজনশীলতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, ChatGPT জাতীয় মডেল টেক্সট লিখতে পারে, Midjourney ছবি তৈরি করতে পারে। এটি প্রচলিত এআই-এর বিপরীতে শুধু বিশ্লেষণ বা শ্রেণীবিন্যাস নয়, বরং নতুন সামগ্রী সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

ডিপফেক (Deepfake): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে তৈরিকৃত এক ধরনের সিনথেটিক মিডিয়া বা বিকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ছবি, ভিডিও বা কণ্ঠস্বর এমনভাবে পরিবর্তন করা হয় যা দেখে বাস্তব মনে হয়, কিন্তু আদতে তা মিথ্যা বা বানোয়াট। আধুনিক প্রযুক্তির এক চরম বাজে দিক এটি।

সিনথেটিক মিডিয়া (Synthetic media): সিনথেটিক মিডিয়া এআই বা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যেকোনো ডিজিটাল মিডিয়া (যেমন- লেখা, ছবি, অডিও বা ভিডিও), যা বাস্তবের মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের সরাসরি সৃজন নয়। সিনথেটিক মিডিয়াকে দুইভাবে মানুষ কাজে লাগাতে পারে। সৎ উদ্দেশ্যে যেমন সৃজনশীল, শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক বা বাণিজ্যিক কাজে আবার অসৎ উদ্দেশ্যে যেমন প্রতারণা, ভুল তথ্য ছড়ানো, হয়রানি বা ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে।

মানহানি (Defamation): কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এমন কোনো মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা, যা সমাজে তার সম্মান, মর্যাদা বা পেশাগত ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। যেমন কারো চেহারা ব্যবহার করে বা কণ্ঠ ব্যবহার করে মিথ্যা অডিও ভিডিও তৈরি করা ও সমাজে তাকে হেয় করা।

সাইবার নিরাপত্তা (Cyber Security): কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল তথ্যকে সাইবার আক্রমণ, অননুমোদিত প্রবেশ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রযুক্তিগত ও আইনি প্রক্রিয়া। যেন অন্য কেউ আমাদের ছবি, ভিডিও বা আর্থিক তথ্য অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারে।

সিনথেটিক জালিয়াতি (Synthetic Fraud): সিনথেটিক জালিয়াতি বলতে এমন এক ধরনের প্রতারণাকে বোঝায়, যেখানে প্রকৃত ও ভুয়া ব্যক্তিগত তথ্যের সমন্বয়ে একটি কৃত্রিম পরিচয় (synthetic identity) তৈরি করা হয় এবং তা ব্যবহার করে আর্থিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন, একজনের প্রকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের সঙ্গে ভিন্ন নাম, ঠিকানা বা জন্মতারিখ সংযুক্ত করে একটি নতুন পরিচয় সৃষ্টি করা হতে পারে।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় একটি গুণগত ও নীতিগত আইনি গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative and Doctrinal Legal Research Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে, যা মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক। এই পদ্ধতিটি অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত সংগ্রহের পরিবর্তে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মূল বিষয়বস্তু, অন্তর্নিহিত নীতি এবং এর মধ্যকার পদ্ধতিগত ঘাটতিগুলো মূল্যায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এবং পূর্ববর্তী সাইবার আইনসমূহের (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন) পাশাপাশি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে কাজফ (قَذْفٌ) এবং তাযীর (تَعْزِيرٌ) পরিধি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক একাডেমিক সাহিত্য, পিয়ার-রিভিউড জার্নাল আর্টিকেল এবং জেনারেটিভ এআই, ডিজিটাল গোপনীয়তা ও মুসলিম প্রধান দেশগুলোর তুলনামূলক সাইবার আইন সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, ফিকহী মূলনীতির সাথে আধুনিক আইনের সতর্ক সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক ও আইনি প্রেক্ষাপটের উপযোগী একটি কার্যকর মিশ্র আইনি কাঠামো তৈরির একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার এই অংশে সিনথেটিক মিডিয়ার উত্থান সংক্রান্ত বিদ্যমান গবেষণামূলক আলোচনা, বাংলাদেশের সাইবার আইনের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সমালোচনা এবং ডিজিটাল নীতিমালার কাঠামো হিসেবে ইসলামিক ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োগ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জেনারেটিভ এআই এবং ডিপফেক খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো সমাজ ও নৈতিকতার সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে এবং অনলাইনে আমরা যা কিছু দেখি, তার ওপর বিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।যারা ডিপফেক তৈরি করে এবং যারা তা শনাক্ত করার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে একটি নিরন্তর সংগ্রাম চলমান রয়েছে যেটিকে 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার' (Arms race) সাথে তুলনা করা হয়।[২] নকল কিন্তু অত্যন্ত বাস্তবসম্মত মিডিয়া গুরুতর ভ্রান্ত তথ্যের জন্ম দেয়, মানুষকে প্রতারিত করে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর থেকে সকলের বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়ে আস্থার সংকট তৈরি করে।এই আস্থার সংকট আরও ঘনীভূত হয় নিরাপত্তা হুমকির কারণে, কারণ ডিপফেক প্রযুক্তি সাইবার জালিয়াতি, পরিচয় চুরি (Identity theft)

[2]. Divya Gupta and Temitope Oluwatosin Fatunmbi, "Generative AI and Deep Fake s: Ethical Implications and Detection Techniques," *Journal of Science, Technology and Engineering Research* 2:1 (2024): 45–56, https://doi.org/10.64206/21rgkc40.

এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করে। Folorunsho and Boamah এই উদ্বেগগুলোকে সমর্থন করে উল্লেখ করেছেন যে, এআই-চালিত ডিজিটাল মিডিয়ার এই রূপান্তর জনআস্থার ব্যাপক ক্ষতি করছে।[৩] ইউনিভার্সিটি অব তেহরানের গবেষকগণ আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, ডিপফেক গোপনীয়তা এবং মানহানি আইনের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে; কন্টেন্টের সত্যতা প্রমাণ করার চরম অসুবিধা বিদ্যমান আইনি কাঠামোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে, যা সিনথেটিক মিডিয়ার কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার মধ্যে একটি সংকটময় উত্তেজনার জন্ম দিচ্ছে।[৪]

গবেষকগণ ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সাইবার আইনের সমালোচনা করে আসছেন কারণ এটি জাতীয় নিরাপত্তা এবং মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ আইনে অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অপরাধ এবং কঠোর দণ্ডগুলো প্রায়শই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা বৈধ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। Hasan[৫] এবং Nishat[৬] উভয়ই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের অজুহাতে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। আইনি অতিপ্রয়োগের এই ধারা পরবর্তী সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর মাধ্যমেও অব্যাহত ছিল, যাকে Ehsan and Saquib[৭] অস্পষ্ট শব্দচয়নের মাধ্যমে জননিরাপত্তার চেয়ে সরকারি নজরদারিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সমালোচনা করেছেন।

সম্প্রতি প্রবর্তিত সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এআই-এর অপব্যবহারের মতো আধুনিক হুমকিগুলো মোকাবিলার চেষ্টা করলেও এটি এখনও প্রচুর একাডেমিক

[3]. Femi Folorunsho and Benedicta Frema Boamah, "Deepfake Technology and Its Impact: Ethical Considerations, Societal Disruptions, and Security Threats in AI-Generated Media," *International Journal of Information Technology and Management Information Systems* 16:1 (2025): 1060–80, https://doi.org/10.34218/IJITMIS_16_01_076.

[4]. Narges Afshari and Ahmad Mohammadi, "The Legal Implications of Deepfake Technology: Privacy, Defamation, and the Challenge of Regulating Synthetic Media," *Legal Studies in Digital Age* 2:2 (2023): 13–23.

[5]. Md Sudipto Hasan, "Application of Fundamental Rights in Cyberspace: A Dissection of the Digital Security Act," *SSRN Electronic Journal* (2023). DOI: 10.2139/ssrn.4412447

[6]. Suraia Khan Nishat et al., "Comparison between Freedom of Expression and the Digital Security Act, 2018: Bangladesh Perspective," *British Journal of Arts and Humanities* 4:5 (2022), 148–53, https://doi.org/10.34104/bjah.02201480153.

[7]. Shamsad Binte Ehsan and Md. Najmus Saquib, "Balancing Cybersecurity and Individual Rights: A Critical Analysis of Bangladesh's Cyber Security Act 2023" *Journal Of Creative Writing* 8:1 (2024): 85–98, https://doi.org/10.70771/jocw.v8i1.109.

পর্যালোচনার মুখে রয়েছে। Islam[৮] সম্প্রতি বাতিলকৃত সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স ২০২৫-কে (যা থেকে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ পাশ করা হয়েছে) পূর্ববর্তী কঠোর আইনগুলো থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে মূল্যায়ন করলেও তিনি সতর্ক করেছেন যে, অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং এর ব্যাপক প্রয়োগ ক্ষমতা থাকায় এখনও এটি রাজনৈতিক অপব্যবহার ও সেন্সরশিপের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। Al-Razi[৯] সরাসরি একই রকম প্রতিধ্বনি করে যুক্তি দিয়েছেন যে, সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স ২০২৫-এ দুর্বল প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারির ওপর অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল, যা শেষ পর্যন্ত ডিজিটাল যুগে গোপনীয়তার অধিকারকে অপ্রতুল করে তোলে। এমনকি জুলাই-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও N. Islam[১০] সতর্ক করেছেন যে, সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স ২০২৫ রাষ্ট্রীয় নজরদারি এবং দুর্নীতির বিপজ্জনক পথ তৈরি করতে পারে; তিনি সাংবাদিক ও নাগরিকদের সুরক্ষায় একটি স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছেন। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ পূর্ণাঙ্গ আইনে রূপান্তর করা হলেও একই রকম দুর্বলতা সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এ রয়ে গেছে।

গবেষকরা দেখছেন যে, প্রচলিত প্রযুক্তি আইনগুলো প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এই শূন্যতা পূরণের জন্য, তারা মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে ভালোভাবে খাপ খায় এমন শক্তিশালী ডিজিটাল নৈতিকতা গড়ে তুলতে ইসলামী আইনের দিকে ঝুঁকছেন। Auladi and Muwahid[১১] যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমা সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা মুসলিম বিশ্বের নৈতিক বাস্তবতা মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে; তাই তারা আমানাহ (أمانة) তথা বিশ্বাস এবং আদল (عدل) বা ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে একটি আইনি কাঠামোর প্রস্তাব করেছেন। Rabiu[১২] এবং তার সহকর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্য বিশ্লেষণ গুরুতর নৈতিক সমস্যা তৈরি করে। এই

8. Ehatasham Ul Islam, "Misinformation, Fake News, and Legal Responses in Bangladesh: The Role of the Cyber Security Ordinance, 2025," *SSRN Electronic Journal*. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5795365
9. Yasin Al Razi, "Right to Privacy in the Digital Age: Bangladesh in Perspective," *SSRN Electronic Journal (*2025). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5461255
10. Nahida Islam, "Behind the Headlines: Media Control in Bangladesh Post July Revolution," *Human Rights Brief* 29:1 (2026): 6.
11. Ghifari Alif Auladi and Fathan Muwahid, "Cybersecurity and Moral Responsibility: A Philosophical-Islamic Approach to Digital Trust," *TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology* 2:1 (2025): 53–65.
12. Aliyu Alhaji Rabiu et al., "Ethics in the Digital Age: Exploring the Ethical Challenges of Technology," *Journal of Information Systems and Digital Technologies* 7:1 (2025): 29–50.

সমস্যাগুলোর জন্য ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রয়োজন, যা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়কেই সঠিকভাবে কাজ করার পদ্ধতি দেখাবে।

মুহাম্মদ শাহীদুল ইসলাম, ইসলামী আইন ও বিচার এর ২৮তম সংখ্যায় ২০১১ সালে প্রকাশিত প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে মানহানি প্রসঙ্গটির একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। যেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম মান-সম্মানের সুরক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার মনে করে।[১৩] বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে Mustapha and Malkan[১৪] প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, এআই প্রযুক্তি গোপনীয়তার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যা সরাসরি ইসলামিক আইনের উদ্দেশ্য হিফজ আল-ইরদ (حِفْظُ العِرْضِ) বা সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।

যদিও বিদ্যমান সাহিত্যে ডিপফেকের প্রযুক্তিগত হুমকি এবং বাংলাদেশের সাইবার আইনের প্রচলিত সীমাবদ্ধতাগুলো বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এবং সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স ২০২৫ অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হুমকির জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে; সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল গোপনীয়তা[১৫] এবং এআই গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে; তদুপরি এআই-সৃষ্ট কন্টেন্ট দ্বারা সৃষ্ট মানহানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এবং নির্দিষ্ট ইসলামী আইনি নীতিমালার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট তুলনামূলক গবেষণা এখনো করা হয়নি। এই গবেষণাপত্রটি একটি সমন্বিত এবং শরীয়াসম্মত আইনি কাঠামো প্রস্তাব করার মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করতে চায়, যা সিনথেটিক মিডিয়ার ক্ষতিগুলোকে মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং একই সাথে মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতেও সক্ষম।

৫. বাংলাদেশে ডিজিটাল মানহানি নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইনের বিবর্তন এবং সীমাবদ্ধতা

ডিজিটাল মানহানি সংক্রান্ত আইনের বর্তমান অবস্থা বুঝতে হলে আমাদের বাংলাদেশের সাইবার আইনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই আইনগুলো বরাবরই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সংগ্রাম করে আসছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ মূলত

13. Muhammad Shahidul Islam, "Procolito O Islami Aine Manhani Prosongo", *Islami Ain O Bichar* 7:28 (2011): 77–120.
14. Ramlan Mustapha and Siti Norma Aisyah Malkan, "AI Surveillance, Privacy (Ḥifẓ al-ʿIrḍ), and Human Dignity in Islamic Jurisprudence", *International Journal of Islamic Theology & Civilization* 4:1 (2026): 11–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.18295050.
15. ইন্টারনেটে বা ডিজিটাল প্লাটফর্মে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য (যেমন- ছবি, মেসেজ, অবস্থান, আর্থিক তথ্য ইত্যাদি) সংগ্রহ, ব্যবহার এবং অন্যের কাছে প্রকাশ হওয়ার বিরুদ্ধে আইনি ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষার নাম ডিজিটাল গোপনীয়তা (উরমরঃধষ চৎরাধপু)। যাতে অন্য কেউ এগুলো ব্যবহার করে প্রকৃত মালিকের ক্ষতি করতে না পারে।

সাইবার অপরাধের ক্রমবর্ধমান জোয়ার মোকাবিলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল; তবে, Hasan[১৬] উল্লেখ করেছেন যে, এর ব্যাপক এবং অস্পষ্ট বিধানগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে, বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকারের সাথে প্রবলভাবে সাংঘর্ষিক ছিল। বাস্তবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ রাষ্ট্র কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। Nishat এবং তার সহকর্মীরা[১৭] প্রমাণ করেছেন যে, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের আড়ালে এই আইনটি রাজনৈতিক ভিন্নমতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এবং খামখেয়ালিপূর্ণভাবে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাগরিকদের হয়রানি করে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

এই আইনি কাঠামোটি এমন একটি ডিজিটাল জগৎ তৈরি করেছিল যা ছিল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ও দমনমূলক। Shams[১৮] নথিভুক্ত করেছেন যে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কীভাবে অস্পষ্টভাবে লেখা ডিজিটাল আইনগুলো রাজনৈতিক ভিন্নমতকে পদ্ধতিগতভাবে দমন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল; রাষ্ট্রীয় আখ্যানের বিরোধিতা করার জন্য শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং শিল্পীদের ক্রমাগত গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছিল, যার ফলে একটি সর্বব্যাপী সেলফ-সেন্সরশিপ (Self-censorship) বা স্ব-নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এ রূপান্তর এই মৌলিক সমস্যাগুলো সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্ববর্তী কঠোর আইনগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণয়ন করে যার বিভিন্ন ধারায় সংশোধনী দিয়ে বর্তমান সরকার সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ আকারে আইনে রুপান্তরিত করে। এই আইনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাডাইম শিফট বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা তাত্ত্বিকভাবে ডিজিটাল ভুল তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকারক অপব্যবহারের মতো আধুনিক প্রযুক্তিগত হুমকিগুলো মোকাবিলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যদিও সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ নামমাত্র ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর প্রকাশ্য শাস্তিমূলক কঠোরতা থেকে সরে এসেছে, এটি এখনও গুরুতর আইনি ফাঁকফোকর দ্বারা জর্জরিত।

সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতা তা হলো সিনথেটিক মিডিয়া এবং এআই-সৃষ্ট মানহানি মোকাবিলার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী কাঠামো প্রতিষ্ঠায় এর ব্যর্থতা। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে বাংলাদেশের গোপনীয়তা আইন (privacy law) বরাবরই

16. Md Sudipto Hasan, Op. Cit.
17. Suraia Khan Nishat et al., Op. Cit.
18. Ahmed Tahsin Shams, "Dissent under Siege: Case Studies of Repression in the Digital Era of Bangladesh," *Advances in Journalism and Communication* 12:1 (2024): 207–30.

ধীরগতিসম্পন্ন যার ফলে এটি উন্নত ডেটা অপব্যবহার এবং ডিপফেক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

৬. সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এবং ইসলামী নির্দেশনা

বাংলাদেশে সাইবার আইনের বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩'-এর নিপীড়নমূলক ধারাগুলো রহিত করে নাগরিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সেই অধ্যাদেশটিকে রহিত করে 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬' কার্যকর করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর সুনির্দিষ্ট ধারা ইসলামী শরঈ মানদণ্ডের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো:

৬.১. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষা

সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর ধারা ২৬ (ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা) অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবহার বা প্রকাশ করা অপরাধ। ধারা ২৬ এ বলা হয়েছে- "সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড: (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা ছদ্ম পরিচয়ে নিজের বা অন্যের আইডিতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া এমন কোনো কিছু সাইবার স্পেসে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং যাহা সহিংসতা তৈরি বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা করে, তাহলে অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।"

এছাড়া ধারা ১৮ (কম্পিউটার সিস্টেমে অননুমোদিত প্রবেশ) ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিসরে অনধিকার প্রবেশকে নিষিদ্ধ করেছে। ধারা ১৮ তে বলা হয়েছে "কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদিতে বে-আইনি প্রবেশ ও দণ্ড: (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে (ক) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন; বা (খ) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন; বা (গ) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেসে বে-আইনি প্রবেশ (হ্যাকিং) করিয়া তথ্য ভান্ডারের কোনো তথ্য চুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা এর মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাসকরণ, অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট এর মাধ্যমে নতুন ডাটা উৎপাদন করেন বা অন্য

কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করেন বা উক্ত কাজে সহায়তা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর- (ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন; (খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন: (গ) দফা (গ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন (হ্যাকিং), তাহলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।"

ইসলামে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুসন্ধান (তাজাসসুস) করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি প্রার্থনা কর এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তবে তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাও–এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।[১৯]

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা (কু-ধারণা) থেকে বিরত থাকো; নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ। তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[২০]

19. Al-Qur'an, 24:27-28
20. Al-Qur'an, 49:12

কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে একজন মুসলমানের পবিত্রতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাকে বা তার কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা বা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। একজন মুসলমানের জীবন, সম্পত্তি বা সম্মানের ওপর যেকোনো ধরনের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ। একজন মুসলমানের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয়। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের কাছে অলঙ্ঘনীয়: তার জীবন, তার সম্পত্তি এবং তার সম্মান।"[২১]

সম্প্রতি কায়রো থেকে প্রকাশিত 'জার্নাল অফ শরিয়া এন্ড ল' এর "সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহের আলোকে গোপনীয়তার অধিকার (একটি আইনশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন)" শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, ব্যক্তির বাসস্থান, দেহ এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার আবশ্যকতা ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট যেমন, বাসস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, শরীরকে জনসমক্ষে অনাবৃত করা বা অন্যের গোপন অঙ্গের (সতর) দিকে তাকানোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, অন্যের ব্যক্তিগত ত্রুটি বা গোপন বিষয় অনুসন্ধান বা 'তাজাসসুস' করা হারাম এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কারো অনুমতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত তথ্য, কথোপকথন বা ছবি অনুসন্ধান করাকেও ইসলামি গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের শামিল।[২২] ইসলাম ব্যক্তিকে তার দাম্পত্যজীবনের তথ্যও কারো কাছে প্রকাশের অনুমতি দেয়নি। রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই পুরুষ, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় এবং স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর তার রহস্য প্রকাশ করে দেয়।[২৩]

সাহাল ইবনে সাদ (রা.) বলেন,

قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

একবার এক লোক রাসুল ﷺ-এর কোনো এক কক্ষে উঁকি দেয়। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটা 'মিদরা' (চিরুনি বিশেষ) ছিল, যা দিয়ে

21. Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Riyadh: Darussalam Publications, 2007), Hadith No: 2564
22. Mohammad Ali Ahamed, "The Right to Privacy in Light of Contemporary Challenges (A Jurisprudential Study)," *Journal of Shariah and Law*, 46:46 (2025): 929. https://doi.org/10.21608/mawq.2026.457304.1259
23. Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, Op. Cit, Hadith no: 1437

তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম তুমি উঁকি দিচ্ছ, তাহলে এটা দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে।[২৪]

প্রয়োজন ব্যতীত অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা বা তার দোষ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, যদি না শরিয়তসম্মত কারণ (যেমন–বিচার, সতর্কতা বা জনকল্যাণ) বিদ্যমান থাকে। এটি ইসলামে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং শরিয়তসম্মত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬.২. ডিজিটাল মানহানি, পরিচয় জালিয়াতি ও সাইবার সন্ত্রাস

যদিও সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এ নাগরিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী আইনের 'মানহানি' সংক্রান্ত বিতর্কিত ধারাগুলো রহিত করা হয়েছে, তবুও ডিজিটাল মাধ্যমে মানুষের সম্মান রক্ষা একটি অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে প্রচলিত আইনে সাইবার মানহানির বিচার দণ্ডবিধির (Penal Code) সাধারণ ধারায় করা হলেও, এই অধ্যাদেশের ধারা ২৩ (পরিচয় জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ) ডিজিটাল মাধ্যমে মানহানিকর তথ্য প্রচার এবং অন্যের ছবি বা পরিচয় ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। বিশেষ করে এআই-চালিত 'ডিপফেক' ব্যবহারের মাধ্যমে কারো সম্মানহানি করা এই ধারার আওতায় পড়ে এবং ধারা ২৬ (ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা) পরোক্ষভাবে ডিজিটাল প্লাটফর্মে মানুষের মর্যাদার সুরক্ষা প্রদান করছে।

এই অধ্যাদেশের ধারা ২৩ এ বলা হয়েছে- সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ড। (১) যদি কোনো ব্যক্তি (ক) রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেন এবং জনগণ বা এর কোনো অংশের মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চার করার অভিপ্রায়ে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে বৈধ প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা বে-আইনি প্রবেশ করেন বা করান বা (ঙ) প্রতারণা করার বা ঠকাবার উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় গোপন করেন বা অপর কোনো ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করেন বা কারো জাতীয় পরিচয়পত্র বিকৃত করেন বা অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নিজের বলে প্রদর্শনপূর্বক দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর অধীন কোনো কার্য সংঘটন করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে সাইবার সন্ত্রাস অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

তাছাড়া, ধারা ২৬ এ বলা হয়েছে- সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ, ইত্যাদির অপরাধ ও দন্ড। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা ছদ্ম পরিচয়ে নিজের বা অন্যের

[24]. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam Publishers, 1999), Hadith no: 6241

আইডিতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া এমন কোনো কিছু সাইবার স্পেসে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং যা সহিংসতা তৈরি বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা করে, তাহলে অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ইসলামী আইনে এগুলো কাজফ বা অপবাদের আধুনিক রূপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুহাম্মদ শাহীদুল ইসলাম (২০১১) উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার মতোই সম্মানের সুরক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার মনে করে।[২৫] 'কাজফ' (قذف) শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হবে, মুহসিন বা মুহসিনা তথা কোন সৎপুরুষ বা কোন সতী নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনার অপবাদ দেয়া। এরূপ অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ। যেমন, কোন ব্যক্তিকে তার জন্মদাতা পিতাকে বাদ দিয়ে অপর কোন ব্যক্তির সন্তান বলে আখ্যায়িত করা। এরূপ অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিকে তার দাবির সমর্থনে অবশ্যই চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। অন্যথায় তাকে মিথ্যা অপবাদের দায়ে (হদ্দে কাযাফ) হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করা হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং তারাই তো ফাসিক।"[২৬]

অপবাদদাতা পুরুষ হোক কিংবা নারী তারা যদি উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা যিনা প্রমাণ করতে না পারে তবে তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন পার্থক্য করা হবে না।[২৭]

কারো দোষ সন্ধান করার মানে হলো কারো 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা' লঙ্ঘন করা।এ কারণে একবার নবি ﷺ বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ "

[25]. Muhammad Shahidul Islam, Op. Cit, 77.
[26]. Al-Qur'an, 24:4
[27]. Muhammad Shahidul Islam, Op. Cit.

> ‘হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ইমান এনেছ, কিন্তু এখনো ইমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের ‘গোপনীয়’ বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন, তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।[২৮]

এই বিষয়ে ইসলামের স্বর্ণ যুগের শাসক খলিফা হযরত ওমর (রা) এর একটি নীতিকে স্মরণ করা জরুরী। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তার সন্দেহ হলো। তিনি আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ঘরটি কার? বলা হলো, এটা রবিআ ইবন উমাইয়া ইবন খালফের ঘর। তারা এখন শরাব খাচ্ছে। আপনার কী অভিমত? অতঃপর আবদুর রহমান ইবন আওফ বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা-ই করে ফেলছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তা করতে নিষেধ করে বলেছেন, ‘তোমরা গোপন বিষয় অন্বেষণ কোরো না’। তখন ওমর ফিরে এলেন এবং তাকে ছেড়ে গেলেন।[২৯] এ থেকে প্রমাণিত হয়, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি বের করা এবং সেগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামি সরকারের জন্যও জায়েজ নয়। এই আলোচনার আলোকে স্পষ্ট হয় যে, ডিপফেক নির্মাণে অননুমোদিত বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবহার ইসলামি আইনে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

৬.৩. অশ্লীলতা ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধ

আইনের ধারা ২৬ এ সাইবার সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরাধ করার পাশাপাশি ধারা ২৫এ অশ্লীল কন্টেন্ট বা পর্নোগ্রাফি প্রচার এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্পেসে নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড দমনের চেষ্টা করা হয়েছে। ধারা ২৫ এ বলা হয়েছে- যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং, বা যৌন হয়রানি, বা রিভেঞ্জ পর্ন, বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন (Sextortion) করার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, বা প্রাপ্ত, বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন, যাহা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

[28]. Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani Abū Dauad, *As-Sunan* (Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H), Hadith no: 4880

[29]. Abī Bakr Muḥammad al-Kharāʾiṭī, *Makārim al-Akhlāq wa-Maʿālīhā wa-Maḥmūd Ṭarāʾiqihā wa-Marḍīhā* (Damascus: Al-Maṭbaʿa al-Salafiyya, 1931), 398.

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ, কোনো নারী বা অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসরের কোনো শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটন করেন, তাহলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ইসলামে অশ্লীলতা প্রতিরোধকে সমাজ সংশোধনের অন্যতম উপায় বলা হয়েছে। মুহাম্মদ শাহীদুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধের ভূমিকাতে বলেছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধ করাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ অপরাধ সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ ইসলাম কেবল শাস্তি দেয় না, বরং অশ্লীলতার সুযোগগুলো আগেভাগেই বন্ধ করার নীতি অনুসরণ করে।[৩০] মনজুর আহমাদ যুক্তি দিয়েছেন যে, সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা (যেমন- হিংসা, উপহাস, মন্দ নামে ডাকা, অশ্লীলতা, প্রতারণা ও পরনিন্দা, অন্যের বিষয়ে খারাপ ধারনা করা, অন্যকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ) বাস্তবায়ন আইনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।[৩১] কেননা সাইবার বুলিং এর মাধ্যমে উপরোক্ত নেতিবাচক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন ঘটে ও ইসলামী নৈতিক শিক্ষার বিপরীত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

৬.৪. মানহানির পরিচয় ও মানদণ্ড

সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এ প্রমাণ সংক্রান্ত যথেষ্ট শক্তিশালী নিয়ম বা যথেষ্ট স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। এর ফলে অতিবাস্তব এআই জাল কন্টেন্ট নির্মাতাদের সফলভাবে শাস্তি দেওয়া এবং একই সাথে প্রকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যার কারণে আইনটির একটি সম্পূর্ণ নতুন নৈতিক ও আইনি ভিত্তি প্রয়োজন।সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এ মানহানি বিষয়ে এর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সংজ্ঞা না থাকায় এরকোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। বিশেষত AI নির্মিত সিনথেটিক মিডিয়ার ক্ষেত্রে আইনটি কার্যত নীরব। ফলে বিচারক তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন, যা বিচারিক স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ তৈরি করে। অপরদিকে ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে মানহানির সংজ্ঞা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। ইমাম কাসানি তাঁর বাদাইউস সানাই (بدائع الصنائع) গ্রন্থে বলেন,

[30]. Muhammad Shahidul Islam, "Oslilota Protirode Islamer Nirdesona" *Islami Ain O Bichar* 11:44 (2015). 29-58

[31]. Monjur Ahmad, “Islamic Guidelines to Prevent Cyber Bullying : A Review in the Context of Bangladesh,” *Islami Ain O Bichar* 20:78 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.275.

وَشَرَائِطُ إحْصَانِ الْقَذْفِ خَمْسَةٌ: الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا، فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ وَمَنْ لَا عِفَّةَ لَهُ عَنْ الزِّنَا .

"হদ্দে কাযফের ক্ষেত্রে কাউকে মুহসিন গণ্য করার শর্ত পাঁচটি: সুস্থমস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকা। সুতরাং, শিশু, উন্মাদ, দাস, কাফের অথবা ব্যভিচার থেকে পবিত্র নয় এমন ব্যক্তির উপর অপবাদ দেওয়ার জন্য হদ্দ (সুনির্ধারিত শাস্তি) ওয়াজিব হয় না।"[৩২]

তবে তাদের উপর তাযীরী শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। ইমাম ইবনু কুদামা বলেন,

فَلِأَنَّ الزِّنَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَكَانَ قَذْفُهُمَا بِالزِّنَا كَذِبًا مَحْضًا فَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ لَا الْحَدَّ.

"যেহেতু কোনো শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির পক্ষে ব্যভিচার অকল্পনীয়, তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা একটি নির্জলা মিথ্যা এবং এর জন্য হদ্দ নির্ধারিত শাস্তি ওয়াজিব নয়, বরং তাযীর প্রযোজ্য।"[৩৩]

সুতরাং শর্তগুলোর অনুপুস্থিতির ক্ষেত্রে হদ্দের পরিবর্তে তাযীর প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও হদ্দ বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার (صريح) শব্দ প্রয়োগের শর্ত রয়েছে।[৩৪]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কাজফের শর্ত অপবাদ সুস্পষ্ট হওয়া, ভুক্তভোগী অসৎ চরিত্রের অধিকারী না হওয়া, অপরাধী সজ্ঞানে কাজ করেছে এই তিনটি উপাদানের সাথে আধুনিক ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্ষেত্রেও ডিপফেক কন্টেন্ট দৃশ্যমান ও চিহ্নিতযোগ্য হতে হবে, ব্যক্তির পূর্ববর্তী সুনাম বিবেচিত হবে এবং ইচ্ছাকৃত মানহানিকর কন্টেন্ট নির্মাণ ও প্রচার প্রমাণিত হতে হবে। বর্তমান সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এ অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রমাণ-কাঠামোর দুর্বলতা খুবই স্পষ্ট। কেননা, AI নির্মিত কন্টেন্টের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো বিদ্যমান: ক. ডিজিটাল ফরেনসিক্সকে আইনি প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, খ. 'নির্মাতা' চিহ্নিত করার পদ্ধতি অনির্ধারিত, গ. ভুক্তভোগীর উপর প্রমাণের বোঝা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি।

ইসলামি আইনে প্রমাণের বিষয়ে ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ-তে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন,

فَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ خَصَّهَا بِالشَّاهِدَيْنِ، أَوْ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ الشَّاهِدِ لَمْ يُوَفِّ مُسَمَّاهَا حَقَّهُ . وَلَمْ تَأْتِ الْبَيِّنَةُ قَطُّ فِي الْقُرْآنِ مُرَادًا بِهَا الشَّاهِدَانِ وَإِنَّمَا أَتَتْ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةُ وَالدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ، مُفْرَدَةً مَجْمُوعَةً

[32]. Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1986), vol. 7, 38.
[33]. ibid, 38
[34]. ibid, 42

وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» الْمُرَادُ بِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ بَيَانُ مَا يُصَحِّحُ دَعْوَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ،

প্রমাণ হলো এমন যেকোনো কিছু যা সত্যকে স্পষ্ট করে ও প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি প্রমাণকে দুইজন, চারজন, বা এমনকি মাত্র একজন সাক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, সে এর প্রকৃত অর্থের প্রতি সুবিচার করে না। পবিত্র কুরআনে 'আল-বাইয়্যিনাহ' (البينة) শব্দটি কখনোই 'দুইজন সাক্ষী' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এটি সর্বদা 'প্রমাণ', 'যুক্তি' ও 'সুস্পষ্ট দলিল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–শব্দটি একবচন বা বহুবচন-উভয় অবস্থাতেই। একইভাবে, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "প্রমাণের ভার দাবিদারের উপর বর্তায়।" এর উদ্দিষ্ট অর্থ হলো, তাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে তার দাবির সমর্থনে কী আছে, যাতে তার পক্ষে একটি রায় দেওয়া যায়।[৩৫]

এই ব্যাপক সংজ্ঞার আলোকে আধুনিক ইজতিহাদ অনুযায়ী AI ফরেনসিক বিশ্লেষণকে কারিনাহ (قرينة – পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) হিসেবে গণ্য করা সম্ভব। এটি সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর প্রমাণ-সংকটের একটি কার্যকর সমাধান।

৭. এআই যুগে ডিজিটাল মানহানি ও ইসলামি নির্দেশনা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যাপক প্রসার ডিজিটাল মানহানির প্রেক্ষাপটকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে; এর ফলে এই হুমকি এখন সাধারণ টেক্সট-ভিত্তিক অপবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অতি-বাস্তব সিনথেটিক মিডিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৭.১ ডিপফেক এবং জেনারেটিভ এআই-এর কৌশল

জেনারেটিভ এআই এবং ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদমগুলো এখন নির্বিঘ্নে ডিপফেক তৈরি করতে সক্ষম, যা এমন এক ধরনের বানোয়াট মিডিয়া যেখানে অডিও এবং ভিডিও পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বা বলতে দেখা যায় যা তিনি বাস্তবে কখনোই করেননি। Gupta[৩৬] উল্লেখ করেছেন যে, ডিপফেক তৈরির দ্রুত অগ্রসরমান প্রযুক্তি এবং এগুলো শনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা ডিজিটাল ফরেনসিক সিস্টেমগুলোর মধ্যে একটি তীব্র "অস্ত্র প্রতিযোগিতা" (Arms race) চলছে। যেহেতু এই এআই-সৃষ্ট বানোয়াট বিষয়গুলো ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে, তাই এগুলো প্রায়শই সাধারণ ফরেনসিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলোকে ফাঁকি দিতে পারে, যা বিশাল প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। Ilyas এবং তার সহকর্মীরা[৩৭] লক্ষ্য

[35]. Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *At Turukul Huqmiyyah* (Kuwait: Maktaba Darul Bayan, 1991), vol. 1, 11.
[36]. Divya Gupta and Temitope Oluwatosin Fatunmbi, Op. Cit
[37]. Dr Shazia Hashmat Misbah Ilyas, "The Ethics of Deepfake Technology in Media: A Review Study" *Journal of Media Horizons* 6:3 (2025): 385-398. https://doi.org/10.5281/zenodo.15854030.

করেছেন যে, এই অতি-বাস্তবতা (Hyper-realism) একটি গভীর নৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে; প্রকৃত এবং বানোয়াট মিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণে প্রথাগত যাচাইকরণ প্রক্রিয়া অকার্যকর হয়ে পড়ছে, যা মিডিয়ার সততা এবং নৈতিক সাংবাদিকতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৭.২ ডিজিটাল ক্ষতির শ্রেণিবিন্যাস

ডিপফেক এর অপব্যবহারের ফলে ডিজিটাল ক্ষতির বহুমাত্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যথা-

৭.২.১ সম্মতিবিহীন সিনথেটিক পর্নোগ্রাফি (রিভেঞ্জ পর্ন): ডিজিটাল দারার (ضَرَر)-এর সবচেয়ে তীব্র এবং লিঙ্গভিত্তিক রূপ হলো সম্মতিবিহীন সিনথেটিক পর্নোগ্রাফি তৈরি করা। Story and Jenkins[৩৮] এই অনুশীলনের অন্তর্নিহিত নৈতিক অন্যায়গুলো অনুসন্ধান করেছেন; তাদের মতে, এ ধরনের অসত্য উপস্থাপনা প্রচার করা একজন ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক পরিচয়ের ওপর তার মৌলিক অধিকার বা স্বায়ত্তশাসনকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে। তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন যে, ডিপফেকগুলোর মধ্যে একটি বিপজ্জনক তাৎক্ষণিক দৃশ্যমানতা রয়েছে, অর্থাৎ, বানোয়াট মিডিয়াটি দেখতে এতটাই অনস্বীকার্যভাবে বাস্তব মনে হয় যে এটি দর্শকের বিচারবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দেয় এবং সত্য যাচাই করার আগেই ভুক্তভোগীর তাৎক্ষণিক ও গভীর সম্মানহানি ঘটায়।

৭.২.২ রাজনৈতিক মানহানি এবং ভুল তথ্য: ব্যক্তিগত ট্রমা ও সম্মানহানির বাইরেও, সিনথেটিক মিডিয়া বৃহত্তর সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। Folorunsho and Boamah[৩৯] জোর দিয়ে বলেছেন যে, ডিপফেক প্রযুক্তি বর্তমানে ভয়াবহ ভুল তথ্য ছড়াতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সরাসরি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোতে কারসাজিকে ত্বরান্বিত করে। Hussin[৪০] এই বক্তব্যকে সমর্থন করে উল্লেখ করেছেন যে, ডিজিটাল ভুল তথ্য এবং অ্যালগরিদমিক কারসাজি সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ইসলামিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মৌলিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, যার জন্য জরুরিভিত্তিতে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৭.২.৩ করপোরেট পরিচয় চুরি এবং জালিয়াতি: অর্থনৈতিক খাতেও ডিপফেক সমানভাবে বিধ্বংসী। Folorunsho and Boamah[৪১] বলেন যে, এআই-চালিত

[38]. Daniel Story and Ryan Jenkins, "Deepfake Pornography and the Ethics of Non-Veridical Representations," *Philosophy & Technology* 36:3 (2023): 56, https://doi.org/10.1007/s13347-023-00657-0.

[39]. Femi Folorunsho and Benedicta Frema Boamah, Op. Cit.

[40]. Shohana Binti Hussin, "Islamic Digital Civilisation: Challenges and Opportunities in Shaping the Values and Ethics of the Ummah (Peradaban Digital Islam :Cabaran dan Peluang dalam Pembentukan Nilai dan Etika Ummah)" *International Journal of Islam and Contemporary Affairs* 5:2 (2025): 123–42.

[41]. Femi Folorunsho and Benedicta Frema Boamah, Op. Cit.

মিডিয়া অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য করপোরেট পরিচয় চুরি এবং সাইবার জালিয়াতির পথ প্রশস্ত করে। মাকাসিদুশ শরিয়ার আলোকে, এই কর্মকাণ্ডগুলো সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এগুলোকে সারিকাহ (سَرِقَة) বা চুরি ও ডিজিটাল গারার (غَرَر) বা প্রতারণা-এর আধুনিক রূপ হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭.৩ ডিজিটাল মানহানির মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব

সিনথেটিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত না হলে তা মানুষের মন ও সমগ্র সমাজের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অনলাইন কমিউনিটিগুলোর জন্য এর প্রভাব ভয়াবহ। Senarathna[৪২] পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ডিজিটাল হয়রানি এবং সোশ্যাল মিডিয়া কারসাজির জন্য এআই-এর ব্যবহার অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর ব্যবহারকারীদের মৌলিক বিশ্বাসকে চুরমার করে দেয় এবং একটি নিরাপত্তাহীন ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করে। যেহেতু বানোয়াট কন্টেন্টগুলো বাস্তবতার সাথে নির্বিঘ্নে মিশে যাচ্ছে, তাই জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল মিডিয়ার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এজন্যই Gupta[৪৩] যুক্তি দেন যে, মানুষ প্রতিনিয়ত অতিবাস্তব ভুয়া কন্টেন্ট এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য শুধু আইনের পরিবর্তনই নয়, বরং শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক নৈতিক বিধিও প্রয়োজন। ডিজিটাল মানহানির কারণে সৃষ্ট গভীর মানসিক ও আবেগগত ক্ষতি থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষা করার জন্য এই বিধিগুলো প্রয়োজন।

৭.৪ ডিজিটাল মানহানিতে ইসলামি দণ্ডবিধির ফিকহী ভিত্তি: হুদুদ ও তাযীর

বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, বিকল্প কাঠামো কোথা থেকে আসবে? এই গবেষণাপত্রটি সেই বিকল্প হিসেবে ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রের দণ্ডবিধিকে প্রস্তাব করে। তবে ইসলামি সমাধানের বিশদ বিশ্লেষণে প্রবেশের আগে ইসলামি দণ্ডবিধির মূল দুটি স্তম্ভ হিসেবে হুদুদ ও তাযীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে হুদুদ বলতে এমন শাস্তিকে বোঝায় যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং যার পরিমাণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোনো শাসক বা বিচারকের নেই। ইমাম কাসানি তাঁর বাদাইউস সানাই (بدائع الصنائع) গ্রন্থে হুদুদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ عُقُوبَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَاجِبَةٍ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى - عَزَّ شَأْنُهُ - بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ، قَدْ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِهِمَا، وَبِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عُقُوبَةً مُقَدَّرَةً لَكِنَّهُ يَجِبُ حَقًّا لِلْعَبْدِ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الْعَفْوُ وَالصُّلْحُ،

[42]. Janaka Ishan Senarathna, "AI Ethics in Social Media," *preprint, Computer Science and Mathematics*, July 14, 2025, https://doi.org/10.20944/preprints202507.1091.v1.

[43]. Divya Gupta and Temitope Oluwatosin Fatunmbi, Op. cit.

ইসলামী আইনে এটি (হদ্দ) একটি নির্ধারিত শাস্তির ধরণ যা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধিকার হিসেবে বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক। এটি তাযীর থেকে ভিন্ন, যা নির্ধারিত নয়; তা প্রহার, কারাদণ্ড বা অন্য কোনো উপায়ে হতে পারে। এটি কিসাস থেকেও ভিন্ন, যা একটি নির্ধারিত শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও, বান্দার অধিকার হিসেবে বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না তা তার উপর কার্যকর করা হয়। অথবা ক্ষমা ও মীমাংসা করা হয়।[৪৪]

হুদুদের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য ডিজিটাল মানহানির প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: প্রথমত, অপরিবর্তনীয়তা। হুদুদের শাস্তি রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিচারকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর একটি মূল দুর্বলতা দূর করে, কারণ সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর অস্পষ্ট বিধানগুলো রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের সাথে ভিন্নভাবে প্রয়োগ হওয়ার ঝুঁকি রাখে।

দ্বিতীয়ত, কঠোর প্রমাণের মান। হুদুদ প্রয়োগের জন্য যে উচ্চমানের প্রমাণ প্রয়োজন তা রাষ্ট্রীয় অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর অধীনে যেভাবে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে আইনের অপব্যবহার হয়েছে, কাযফের কঠোর প্রমাণ-মান সেই পথ রুদ্ধ করে।

তৃতীয়ত, আল্লাহর হক হিসেবে স্বীকৃতি। হুদুদ অপরাধ শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ নয়, এটি ঐশীবিধানের লঙ্ঘন। ফলে এই শাস্তি মওকুফ করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই, যা দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার ব্যবস্থার প্রভাব থেকে বিচারককে সুরক্ষিত রাখে।

হুদুদের অন্তর্ভুক্ত কাজফ (قذف – মিথ্যা অপবাদ) সরাসরি ডিজিটাল মানহানির সাথে সম্পর্কিত। কুরআনে কাজফের শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

"যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।"[৪৫]

তাযীর (تعزير) হলো এমন বিচারিক শাস্তি যা কুরআন-সুন্নায় নির্ধারিত নয়, বরং রাষ্ট্র বা বিচারক জনকল্যাণের (মাসলাহা) ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন। তাযীর হলো শরিয়া আইনে এমন শাস্তি, যা নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত হয় না, তবে ইসলামী আদালত বা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় শাস্তি প্রদান করা হয়। তাযীরের আওতায় যে

44. al-Kāsānī, Op. cit., Vol. 7, 33
45. Al-Qur'an, 24:4

অপরাধগুলো পড়ে, সেগুলোর শাস্তি সুনির্দিষ্ট নয় এবং শাস্তির প্রকার ও পরিমাণ বিচারক বা সরকারের হাতে থাকে। তাযীর সাধারণত হুদুদ বা কিসাসের বাইরের অপরাধের জন্য নির্ধারিত হয়। ইবনু তাইমিয়্যাহ মাজমু' আল-ফাতাওয়া-তে তাযীরের পরিধি স্পষ্ট করে বলেছেন:

التَّعْزِيرِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

"তাযীর নির্ধারিত হবে ইমাম যেরূপ মাসলাহা উপযুক্ত মনে করবেন সে অনুযায়ী।"[৪৬]

তাযীরের মূল বৈশিষ্ট্য যা ডিজিটাল যুগে অপরিহার্য: তাযীর ব্যবস্থাটি ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় বিশেষভাবে উপযুক্ত কারণ এটি স্বভাবতই অভিযোজনযোগ্য।

এই নীতির আলোকে তাযীরের তিনটি বৈশিষ্ট্য ডিজিটাল প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে কার্যকর:

প্রথমত, নমনীয়তা। তাযীরের শাস্তি প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে অভিযোজিত হতে পারে। কাযফের মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে ডিপফেকের মতো নতুন অপরাধরূপকে তাযীরের আওতায় আনা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পুনরুদ্ধারমূলক চরিত্র। তাযীর শুধু শাস্তিদানে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ভুক্তভোগীর সম্মান পুনরুদ্ধার ও ক্ষতিপূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক শাস্তিব্যবস্থার বিপরীতে এটি ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক।

তৃতীয়ত, প্রতিরোধমূলক কার্যকারিতা। তাযীরের বিচারিক নমনীয়তা বিচারককে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণের সুযোগ দেয়, যা সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর অনমনীয় কারাদণ্ড-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার চেয়ে অধিক কার্যকর।

৮. সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর আইনগত চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর আইনি ঘাটতিগুলো পুরোপুরি বোঝার জন্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সাইবার মানহানির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে এমন অন্যান্য দেশের সংবিধিবদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে এর তুলনা করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। বাংলাদেশের মতো, মুসলিম-প্রধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোও ধর্মনিরপেক্ষ সাইবার আইন প্রয়োগের চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায়শই গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ইন্দোনেশিয়ায়, 'Information and Electronic Transactions' (IET) আইনটি এর ব্যাপক অস্পষ্টতার জন্য একই ধরনের সমালোচনার মুখে পড়েছে। Anshary ও তার সহকর্মীরা[৪৭] আইটিই আইনের ডিজিটাল মানহানি সংক্রান্ত বিধানগুলোকে

46. Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymīyah, *al-Fatāwā Al-Kubra* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1987), vol. 3, 259
47. Mohammad Zidan Anshary et al., "Comparative Analysis of Qadzaf Punishment in Islamic Law and Defamation under Indonesia's ITE Law:

কাজফ (قذف - মিথ্যা অপবাদ) এর কঠোর ইসলামি ফিক্‌হী বিধানের সাথে তুলনা করেছেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রচলিত (ITE) আইটিই আইনটি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি বিষয়গত প্রয়োগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; অন্যদিকে শরিয়া কঠোর প্রমাণিক সুরক্ষা প্রদান করে, যা নাগরিকদের রাষ্ট্রের খামখেয়ালি শাস্তি থেকে রক্ষা করে। Yusrizal ও তার সহকর্মীরা[৪৮] ইন্দোনেশিয়ার এই টানাপোড়েন আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করেছেন, তাদের মতে প্রচলিত বিধিমালাগুলো প্রায়শই ক্ষতির প্রতিরোধের সাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সমন্বয় করতে হিমশিম খায়। বিপরীতে, ইসলামি আইন মানবিক মর্যাদার সুরক্ষাকে একটি অলঙ্ঘনীয় অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এই সমস্যার কার্যকর সমাধান দেয় এবং সর্বজনীন স্বাধীনতার সাথে কঠোর জবাবদিহিতার সমন্বয় ঘটায়।

একইভাবে মালয়েশিয়ায়, Mohamad and Ismail[৪৯] দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত অনলাইন মানহানি আইনের প্রয়োগ গভীর কাঠামোগত বৈষম্য প্রকাশ করে, যা নিম্ন ডিজিটাল সাক্ষরতা বা নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে অসমভাবে দণ্ডিত করে। তারা মালয়েশিয়ার ফৌজদারি আইনকে ইসলামিক ফিকহ শাস্ত্রের সাথে একীভূত করে আরও ন্যায়সঙ্গত, সুষ্ঠু এবং বৈষম্যহীন আইনি প্রক্রিয়া তৈরির প্রস্তাব করেছেন। যখন এই বিষয়টিকে পশ্চিমা মডেলগুলোর– যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা হয়, যেখানে 'ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট' কাঠামো প্রায়শই মানহানির শিকার ব্যক্তির বিনিময়ে সিনথেটিক মিডিয়াকে বেশি ছাড় দেয়[৫০] তখন শরিয়া কাঠামো একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর মধ্যপন্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটি একদিকে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় দেখা রাষ্ট্রীয় অতিপ্রয়োগ বাধাগ্রস্থ করে, অন্যদিকে নিছক প্রচলিত বাক স্বাধীনতা চরমপন্থার ফলে সৃষ্ট অনিয়ন্ত্রিত সম্মানহানি থেকেও নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়।

৯. শরিয়া-সম্মত সাইবার মানহানি সুরক্ষা কাঠামো প্রস্তাবনা/সুপারিশ

জেনারেটিভ এআই সংক্রান্ত সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য এই গবেষণাপত্রটি একটি কাঠামোগত আইনি সমাধানের প্রস্তাব করছে,

Legal Perspectives on Honor, Reputation, and Public Morality," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1:4 (2025): 198–205.

48. Yusrizal et al., "Defamation and Insult Via Digital Media in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective," *Journal of Law and Sustainable Development* 11:7 (2023): e1016–e1016.

49. Abdul Basir Mohamad and Nurbazla Ismail, "Structural Discrimination in Online Defamation Enforcement: A Hybrid Analysis of Malaysian Criminal Law and Islamic Jurisprudence," *Journal Discrimination and Injustice*, December 27, 2025, 75–91, https://doi.org/10.70992/sw534g66.

50. Jacob R. Bourgault, "Free Speech and Synthetic Lies: Deepfakes, Synthetic Media, and the First Amendment," *Student Journal of Information Privacy Law* 3:1 (2025): 49.

যেখানে ক্লাসিক ইসলামিক ফিকহ শাস্ত্র–বিশেষ করে কাজফ (قذف) এবং তাযীর (تعزير)-কে বাংলাদেশের সাইবার আইনি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়াও যখন মাকাসিদ আল-শরিয়া (مقاصد الشريعة)-এর উচ্চতর লক্ষ্যসমূহকে আধুনিক সাইবার আইনের সাথে সমন্বয় করা হয়, তখন ডিজিটাল ন্যায়বিচার ইসলামের সামগ্রিক লক্ষ-উদ্দেশ্য'র সাথে মিলে যায়, আর সেগুলো হচ্ছে: অপরাধ দমন, মানুষের উন্নতিতে সহায়তা এবং জনকল্যাণ সাধন।[৫১]

৯.১ কাজফ-এর বিধানের মাধ্যমে সংজ্ঞাগত নির্ভুলতা তৈরি

বর্তমানে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ মানহানির অস্পষ্ট ও বিষয়গত সংজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল, যা সহজেই অপব্যবহার করা সম্ভব। ডিজিটাল মানহানিকে ইসলামি কাজফ ধারণার সাথে আইনিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শরীয়া অনুযায়ী, কাজফ হওয়ার জন্য অভিযোগটিকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে মিথ্যা হতে হবে এবং তা ব্যক্তির সম্মানের (حِفْظُ العِرْضِ) জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে হবে। এটি ডিপফেককে কেবল একটি অস্পষ্ট সাইবার অপরাধ হিসেবে নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট ও বিদ্বেষপূর্ণ জালিয়াতি (غرر) হিসেবে পুনসংজ্ঞায়িত করে, যার উদ্দেশ্য সরাসরি ক্ষতি (ضرر) করা। কাজফের ফিকহী মানদণ্ড অনুসরণ করে AI নির্মিত মানহানিকর কন্টেন্টকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সংজ্ঞায় তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে, কন্টেন্টটি কৃত্রিমভাবে নির্মিত, মিথ্যা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকর।

ডিপফেকগুলো প্রথাগত দৃশ্যমান যাচাইকরণ পদ্ধতিকে ফাঁকি দিয়ে থাকে, তাই একটি শরীয়াসম্মত কাঠামোর জন্য কঠোর প্রমাণিক মানদণ্ড প্রয়োজন। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর জন্য এর ১০ নং ধারায় বিশেষায়িত ডিজিটাল ফরেনসিক বোর্ড গঠন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে কোনো ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে প্রথাগত চাক্ষুষ সাক্ষীর (شَهَادَة) প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তে অনস্বীকার্য ফরেনসিক প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু কি মানদণ্ড অনুসরণ করে ডিজিটাল মানহানী নির্ধারিত হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এ না থাকায়, ডিজিটাল মানহানী প্রতিকার করা ও মানহানিকে বিচারের আওতায় আনার বিদ্যমান বিস্তৃত ও বিষয়গত সংজ্ঞাগুলোর পরিবর্তে কাজফের কঠোর ও বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড প্রতিস্থাপন করতে হবে। নাগরিকের সম্মানের সরাসরি ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে AI-পরিচালিত মানহানিকে বিদ্বেষপূর্ণ ডিজিটাল জালিয়াতি হিসেবে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যাতে সরকার কর্তৃক নাগরিকদের খামখেয়ালিপূর্ণ গ্রেফতারের আইনি ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

51. Dr. Sanaullah et al., "Cyber Law and Islamic Jurisprudence: Addressing Digital Crimes in the Shari 'ah Framework," *Tanazur* 6:1 (2025): 32–58.

সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের Federal Decree-Law No. 34 of 2021 (Combating Rumours and Cybercrime)-এ ইসলামি সম্মান সংরক্ষণের নীতি ও আধুনিক সাইবার আইনকে একীভূত করেছে। বিশেষত ডিজিটাল মানহানির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃততার প্রমাণকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কাজফের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও মালয়েশিয়া ২০২৪ সালে তাদের Communications and Multimedia Act-এ AI-নির্মিত কন্টেন্টের জন্য আলাদা ধারা সংযোজন করেছে, যেখানে ডিপফেক সনাক্তকরণ ও প্রমাণের মান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এই মডেল অনুসরণ করতে পারে।

৯.২ পুনরুদ্ধারমূলক বিচার ব্যবস্থা (তাযীর)

প্রচলিত আইনগুলো সহজাতভাবে রাষ্ট্রের শাস্তিমূলক ক্ষমতাকে (যেমন: অপরাধীকে কারাদণ্ড দেওয়া) অগ্রাধিকার দেয়, কিন্তু যার সম্মানহানি হয়েছে সেই ভুক্তভোগীকে কম গুরুত্ব দেয় বা উপেক্ষা করে। কিন্তু ইসলামি শরিয়া কাঠামো এই মনোযোগকে তাযীর (تعزير) বা বিবেচনামূলক শাস্তির মাধ্যমে পুনরুদ্ধারমূলক বিচারের দিকে সরিয়ে নেয়। ইবনু হুমাম (র.) তাঁর ফাতহুল কাদীর-এ উল্লেখ করেছেন যে, বিচারিক শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে সংশোধন করা (تأديب)। Sanaullah এবং তার সহকর্মীরা[৫২] জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাযীর (تعزير) সাইবার স্পেসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর দণ্ডবিধিতে কেবল রাষ্ট্রীয় কারাদণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভুক্তভোগীর ক্ষতি কাটিয়ে উঠাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংস্কার করতে হবে। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর অধীনে অবিলম্বে কঠোর কারাদণ্ডের পরিবর্তে তাযীরকে (تعزير) এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যেতে পারে যেখানে ডিজিটাল মাধ্যমে দেওয়া মিথ্যা তথ্য তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার, একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ডিপফেক দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি (ضرر) কাটিয়ে উঠতে ভুক্তভোগীকে সরাসরি আনুপাতিক আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান থাকবে। তাযীরের বিবেচনামূলক নমনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে আইনে ডিজিটাল তথ্য তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার, একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ডিপফেক দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ভুক্তভোগীকে সরাসরি আনুপাতিক আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। জর্ডানের Cybercrime Law No. 17 of 2023-এ ডিজিটাল মানহানির ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পাশাপাশি ভুক্তভোগীকে সরাসরি ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা তাযীরের পুনরুদ্ধারমূলক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাকিস্তানের Prevention of Electronic Crimes Act 2016-এ সংশোধনীর মাধ্যমে ডিজিটাল মানহানির ভুক্তভোগীদের জন্য দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এই আইনটিও রাজনৈতিক অপব্যবহারের সমালোচনার মুখে

[52]. Dr. Sanaullah et al., ibid.

পড়েছে, যা প্রমাণ করে যে শুধু প্রতিকারমূলক বিধান যথেষ্ট নয়, কাজফের কঠোর প্রমাণ-মানও একইসাথে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

৯.৩ শরিয়া সম্মত ডিজিটাল ফরেনসিক বোর্ড প্রতিষ্ঠা

সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬-এর চতুর্থ অধ্যায়ে 'জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল'-এর কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে, এতে কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।ইসলামি আইন অনুযায়ী কঠোর প্রমাণিক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে সরকারকে একটি বিশেষায়িত ফরেনসিক বোর্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এই বোর্ড উন্নত AI-শনাক্তকরণ সরঞ্জামগুলোকে আধুনিক কারিনাহ (قرينة – পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) হিসেবে ব্যবহার করবে এবং নিশ্চিত করবে যে কোনো কন্টেন্ট নির্মাতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অনস্বীকার্য ফরেনসিক প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও ইসলামি ব্যক্তিত্বের মতামতেরও গুরুত্ব দিতে হবে। মালয়েশিয়ার Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) এ ইসলামি পণ্ডিত ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি রয়েছে যা ডিজিটাল কন্টেন্টের ধর্মীয় ও আইনি মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ এই মডেল অনুসরণ করে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ, সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ এবং AI প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ডিজিটাল মানহানি নিরীক্ষা বোর্ড গঠন করতে পারে। এছাড়াও UAE-এর Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) AI-নির্মিত কন্টেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে একটি বিশেষায়িত প্রযুক্তি-আইন সমন্বয় কমিটি ব্যবহার করে, যা বাংলাদেশের প্রস্তাবিত বোর্ডের জন্য একটি কার্যকর নজির।

৯.৪ নাসিহা (গঠনমূলক রাজনৈতিক সমালোচনা) এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষা

বৈধ রাজনৈতিক সমালোচনা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং ব্যঙ্গচিত্রকে স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত করতে হবে। শরীয়ানীতি বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এটি বৈধ রাজনৈতিক ভিন্নমতের সহজাত সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদকে[৫৩] সুরক্ষিত রাখে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সাইবার আইনগুলো সাংবাদিকদের অপরাধী সাব্যস্ত করতে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। Purnomo এবং তার সহকর্মীরা[৫৪] ক্ষতি প্রতিরোধ এবং মতপ্রকাশের সুরক্ষা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যে সর্বজনীন দোটানা

[53]. ৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতারনিশ্চয়তা দান করা হইল।

[54]. Agus Purnomo et al., "Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22:1 (2023): 171, https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9446.

রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দাবি করেছেন যে, মাকাসিদ পদ্ধতি এমন একটি স্পষ্ট নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ করে যা প্রকৃত বাক-স্বাধীনতা লঙ্ঘন না করেও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারে। বিদ্বেষপূর্ণ সিনথেটিক জালিয়াতি এবং বৈধ রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে আইনটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এবং নাগরিক সমালোচনাকে সাইবার অপরাধ হিসেবে বিদ্বেষপূর্ণ বিচার থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করতে পারবে। ইন্দোনেশিয়ার ITE Law-এর সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ইসলামিক স্কলার ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর যৌথ চাপে ২০২৪ সালে বৈধ সমালোচনার জন্য একটি সুরক্ষা ধারা যোগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, বিশেষত কীভাবে ইসলামি নাসিহার নীতিকে প্রচলিত আইনি ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। তুরস্কের Disinformation Law (2022)-এ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা অপর্যাপ্ত থাকায় এটি ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপব্যবহৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি সতর্কতামূলক দৃষ্টান্ত, নাসিহার সুরক্ষা না থাকলে যেকোনো সাইবার আইন দমনমূলক হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ইসলামিক ফিক্‌হ শাস্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনা মানহানি নয়; বরং এটি নাসিহা (نَصِيحَة) তথা গঠনমূলক পরামর্শ বা সমালোচনার অংশ এবং একটি নাগরিক দায়িত্ব। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তামিম আদ-দারি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"দ্বীন হলো নাসিহা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।"[৫৫]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে নেতাদের প্রতি নাসিহা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা এই হাদিসের আলোকে শুধু বৈধ নয়, এটি ধর্মীয় কর্তব্য। সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ যদি এই ধরনের সমালোচনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, তাহলে তা এই হাদিসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে। অন্য হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

" সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"[৫৬]

এই হাদিস রাজনৈতিক জবাবদিহিতার ইসলামি ভিত্তিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়। ডিজিটাল যুগে এই 'সত্য কথা বলা' সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

55. Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, Op. Cit. Hadith no: 55.
56. Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani Abū Dauad, Op. Cit. Hadith no: 4344.

বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের রূপ নিতে পারে। আরেকটি হাদীসে এসছে, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ... وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাকো... (তার মধ্যে একটি হলো) সতীসাধ্বী, নিষ্পাপ মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।"[৫৭]

এই হাদিস নাসিহা ও কাজফের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে দেয়। বৈধ নাসিহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গঠনমূলক সমালোচনা, আর কাজফ হলো মিথ্যা অপবাদ যা সাতটি কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। ডিপফেক স্পষ্টতই কাজফের শ্রেণিতে পড়ে। যেহেতু কাজফ (قذف)-এর শরীয়া নীতি অনুযায়ী কাউকে দণ্ডিত করতে বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যার অনস্বীকার্য প্রমাণ প্রয়োজন, তাই রাষ্ট্রের পক্ষে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ ব্যবহার করে তথ্যভিত্তিক সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র বা প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা আইনিভাবে অসম্ভব হয়ে পড়বে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন:

لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر بها نبيه، قال سبحانه وتعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١) [آل عمران: ١٥٩].وقد رُوِي عن أبي هريرة - ﷺ - قال: لم يكن أحدٌ أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله - ﷺ - (٢)

"একজন শাসক পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে পারেন না, কারণ আল্লাহ তাঁর নবীকে (সাঃ) এমনটি করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি, মহান আল্লাহ, বলেছেন: সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যখন তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে। [আল ইমরান: ১৫৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশি কেউ তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন না।[৫৮]"

এই ফিকহী বিধান ও তার পেছনের কুরআন হাদীসের দলিল প্রমাণ করে যে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকদের মতামত প্রকাশ দমন করা শুধু অবৈধ নয়, এটি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বের লঙ্ঘন। সুতরাং, মাকাসিদ আল-শরীয়ার অন্তর্ভুক্তি বাক-স্বাধীনতাকে সংকুচিত করবে না; বরং এটি একটি সুনির্দিষ্ট ও নৈতিক ঢাল প্রদান করবে যা বৈধ নাসিহার সুযোগকে সুরক্ষা দেয় এবং একই সাথে ডিপফেক এর ধ্বংসাত্মক জালিয়াতিকে কঠোরভাবে বিচারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

57. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Op. Cit. Hadith no: 2766.
58. Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymīyah, *Al-Siyāsah al-Sharʿīyah fī Iṣlāḥ al-Rāʿī wa-al-Raʿīyah* (Riyadh: Wizārat al-Shuʾūn al-Islāmīyah, 1992), 233.

১০. উপসংহার

বর্তমান ডিজিটাল যুগে জেনারেটিভ এআই এবং ডিপফেক প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের সম্মান ও গোপনীয়তাকে এক নজিরবিহীন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের নবপ্রবর্তিত 'সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬' এবং ইসলামি শরিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, উভয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষের জান-মাল ও সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। যদিও ২০২৬ সালের আইনে সরাসরি 'মানহানি' সংক্রান্ত ফৌজদারি ধারা রহিত করা হয়েছে, তবে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা এবং পরিচয় জালিয়াতি প্রতিরোধ এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নাগরিক সম্মান রক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের 'কাজফ' ও 'তাযীর' সংক্রান্ত চিরায়ত মূলনীতিসমূহ কেবল অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি অপরাধের উৎসমূল বন্ধ করা এবং অপরাধীর সংশোধনের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে, কেবল কঠোর আইনি কাঠামো দিয়ে সাইবার অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন আইনের সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কার্যকর সমন্বয়। পরিশেষে বলা যায়, সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতাগুলো প্রবন্ধে নির্দেশিত সুপারিশের আলোকে সংশোধন করা হলে তা বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে একটি টেকসই ও ইনসাফভিত্তিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Bibliography

Al-Qur'an

Abū Dauad, Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani. *As-Sunan.* Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H.

Afshari, Narges. and Mohammadi, Ahmad. "The Legal Implications of Deepfake Technology: Privacy, Defamation, and the Challenge of Regulating Synthetic Media," *Legal Studies in Digital Age* 2:2 (2023): 13–23.

Ahamed, Mohammad Ali. "The Right to Privacy in Light of Contemporary Challenges (A Jurisprudential Study)," *Journal of Shariah and Law* 46:46 (2025): 929. https://doi.org/10.21608/mawq.2026.457304.1259

Ahmad, Monjur. "Islamic Guidelines to Prevent Cyber Bullying : A Review in the Context of Bangladesh," *Islami Ain O Bichar* 20:78 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.275.

Al Razi, Yasin. "Right to Privacy in the Digital Age: Bangladesh in Perspective," *SSRN Electronic Journal* (2025). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5461255

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1999.

al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim. *At Turukul Huqmiyyah.* Kuwait: Maktaba Darul Bayan, 1991.

al-Kāsānī, Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd. *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1986)

al-Kharāʾiṭī, Abī Bakr Muḥammad. *Makārim al-Akhlāq wa-Maʿālīhā wa-Maḥmūd Ṭarāʾiqihā wa-Marḍīhā*. Damascus: Al-Maṭbaʿa al-Salafiyya, 1931.

Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam Publications, 2007.

Anshary, Mohammad Zidan. Rafardhan and Hasan, Althaf. "Comparative Analysis of Qadzaf Punishment in Islamic Law and Defamation under Indonesia's ITE Law: Legal Perspectives on Honor, Reputation, and Public Morality," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1:4 (2025): 198–205.

Auladi, Ghifari Alif. and Muwahid, Fathan. "Cybersecurity and Moral Responsibility: A Philosophical-Islamic Approach to Digital Trust," *TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology* 2:1 (2025): 53–65.

Bourgault, Jacob R. "Free Speech and Synthetic Lies: Deepfakes, Synthetic Media, and the First Amendment," *Student Journal of Information Privacy Law* 3:1 (2025)

Ehsan, Shamsad Binte. and Saquib, Md. Najmus. "Balancing Cybersecurity and Individual Rights: A Critical Analysis of Bangladesh's Cyber Security Act 2023" *Journal Of Creative Writing* 8:1 (2024): 85–98, https://doi.org/10.70771/jocw.v8i1.109.

Folorunsho, Femi. and Boamah, Benedicta Frema. "Deepfake Technology and Its Impact: Ethical Considerations, Societal Disruptions, and Security Threats in AI-Generated Media," *International Journal of Information Technology and Management Information Systems* 16:1 (2025): 1060–80, https://doi.org/10.34218/IJITMIS_16_01_076.

Gupta, Divya. and Fatunmbi, Temitope Oluwatosin. "Generative AI and Deep Fake s: Ethical Implications and Detection Techniques," *Journal of Science, Technology and Engineering Research* 2:1 (2024): 45–56, https://doi.org/10.64206/21rgkc40.

Hasan, Md Sudipto. "Application of Fundamental Rights in Cyberspace: A Dissection of the Digital Security Act," *SSRN Electronic Journal* (2023). DOI: 10.2139/ssrn.4412447

Hussin, Shohana Binti. “Islamic Digital Civilisation: Challenges and Opportunities in Shaping the Values and Ethics of the Ummah (Peradaban Digital Islam : Cabaran dan Peluang dalam Pembentukan Nilai dan Etika Ummah)” *International Journal of Islam and Contemporary Affairs* 5:2 (2025): 123–42.

Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā Al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1987.

Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm. *Al-Siyāsah al-Sharʿīyah fī Iṣlāḥ al-Rāʿī wa-al-Raʿīyah*. Riyadh: Wizārat al-Shuʾūn al-Islāmīyah, 1992.

Ilyas, Dr Shazia Hashmat Misbah. "The Ethics of Deepfake Technology in Media: A Review Study" *Journal of Media Horizons* 6:3 (2025): 385-398. https://doi.org/10.5281/zenodo.15854030.

Islam, Muhammad Shahidul. "Oslilota Protirode Islamer Nirdesona" *Islami Ain O Bichar* 11:44 (2015). 29-58

Islam, Muhammad Shahidul. "Procolito O Islami Aine Manhani Prosongo", *Islami Ain O Bichar* 7:28 (2011): 77–120.

Islam, Nahida. “Behind the Headlines: Media Control in Bangladesh Post July Revolution,” *Human Rights Brief* 29:1 (2026): 6.

Mohamad, Abdul Basir. and Ismail, Nurbazla. “Structural Discrimination in Online Defamation Enforcement: A Hybrid Analysis of Malaysian Criminal Law and Islamic Jurisprudence,” *Journal Discrimination and Injustice*, December 27, 2025, 75–91, https://doi.org/10.70992/sw534g66.

Mustapha, Ramlan. and Malkan, Siti Norma Aisyah. “AI Surveillance, Privacy (Ḥifẓ al-ʿIrḍ), and Human Dignity in Islamic Jurisprudence”, *International Journal of Islamic Theology & Civilization* 4:1 (2026): 11–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.18295050.

Nishat, Suraia Khan. Islam, Md. Nahidul. and Sharmin, Sumona. “Comparison between Freedom of Expression and the Digital Security Act, 2018: Bangladesh Perspective,” *British Journal of Arts and Humanities* 4:5 (2022), 148–53

Purnomo, Agus. Sumbulah, Umi. Salam, Nor & Hulwanullah, Hikam. “Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharīʾah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22:1 (2023): 171, https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9446.

Rabiu, Aliyu Alhaji. Merican, Ahmad Murad Mohd Noor. and Al Murshid, Ghadah. “Ethics in the Digital Age: Exploring the Ethical Challenges of Technology,” *Journal of Information Systems and Digital Technologies* 7:1 (2025): 29–50.

Sanaullah, Dr. Makol, Muswar Sikandar and Shahbaz, Muhammad Asim. “Cyber Law and Islamic Jurisprudence: Addressing Digital Crimes in the Shari ‘ah Framework,” *Tanazur* 6:1 (2025): 32–58.

Senarathna, Janaka Ishan. “AI Ethics in Social Media,” *preprint, Computer Science and Mathematics*, July 14, 2025, https://doi.org/10.20944/preprints202507.1091.v1.

Shams, Ahmed Tahsin. “Dissent under Siege: Case Studies of Repression in the Digital Era of Bangladesh,” *Advances in Journalism and Communication* 12:1 (2024): 207–30.

Story, Daniel. and Jenkins, Ryan. “Deepfake Pornography and the Ethics of Non-Veridical Representations,” *Philosophy & Technology* 36:3 (2023): 56, https://doi.org/10.1007/s13347-023-00657-0.

Ul Islam, Ehatasham. “Misinformation, Fake News, and Legal Responses in Bangladesh: The Role of the Cyber Security Ordinance, 2025,” *SSRN Electronic Journal*. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5795365

Yusrizal. Adwani, Rizanizarli & Rinaldi, Yanis., “Defamation and Insult Via Digital Media in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11:7 (2023): e1016–e1016.